

# **All PUBLISHED OP-ED OF Kazi Firoz Rashid, MP**

## **WRITTEN BASED ON E-cigarette:**

1. Newspaper: Daily Bangladesh Today  
Published Date: 18 February, 2021  
Writer: Kazi Firoz Rashid, Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.



Thursday, February 18, 2021

## E-cigarettes should be banned by amending the Tobacco Control Act

**KAZI FIROZ RASHID**

The health of the nation is very important in building a developed nation. Today's young future is the head of the country. We all know that the use of tobacco or tobacco products is deadly to health. And there is no alternative to the elimination of tobacco and tobacco products in health care. But because of the attractive presentation of e-cigarettes, the younger generation is more likely to fall victim to it, which could be detrimental to the nation.

The World Health Organization (WHO) has identified such products as harmful to the body, regardless of whether they are called heat-burn or e-cigarettes. According to the U.S. Surgeon General's report, e-cigarette use can cause heart attacks, strokes and lung damage. The ingredients found in e-cigarettes are responsible for causing cancer, including paralysis of various cells in the body. E-cigarette liquids contain propylene glycol, glycerin, polyethylene glycol, various flavors and nicotine. As these chemicals heat up, they produce the same amount of formaldehyde as cigarette smoke, which causes irreparable damage to the blood circulation in the human body. According to a study by the Italian Ministry

of Health, e-cigarettes are harmful. Although young people use it for fashion, it can lead to the smoking habit of non-smokers.

Many people suffer from indirect health

E-cigarettes have been banned in neighboring India. Many countries around the world have realized the dangers of using e-cigarettes, and 42 countries have already banned e-cigarettes altogether, while another 56 countries have imposed restrictions on e-cigarette sales. According to the Global Adult Tobacco Survey 2017, 0.2 percent of people in Bangladesh use e-cigarettes, which can be controlled. In the interest of protecting our new generation, there is no alternative to banning e-cigarettes at the moment.

effects as a result of direct smoking. The world is currently going through a crisis due to the Covid-19 epidemic. The World Health Organization has identified tobacco as a contributor to coronavirus infection. After reviewing several studies by public health experts, the WHO said that smokers are more likely to be seriously ill with the Covid-19 infection than non-smokers. E-cigarette users are no exception.

E-cigarettes have been banned in

neighboring India. Many countries around the world have realized the dangers of using e-cigarettes, and 42 countries have already banned e-cigarettes altogether, while another 56 countries have imposed

restrictions on e-cigarette sales. According to the Global Adult Tobacco Survey 2017, 0.2 percent of people in Bangladesh use e-cigarettes, which can be controlled. In the interest of protecting our new generation, there is no alternative to banning e-cigarettes at the moment.

There is no specific law in Bangladesh regarding the ban on e-cigarettes / heated tobacco / vaping tobacco or similar products. Since Bangladesh is dependent on

imports of electronic cigarettes and all related items and has not yet started making or producing it, it will be easy to ban it in this country and now is the right time to ban it. The first and still the only example in the world - "Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has dreamed and announced that Bangladesh will be tobacco free by 2040." But the use of e-cigarettes or similar products is increasing to be an obstacle in the way of realizing his dream or declaration.

Therefore, as a Member of Parliament, I would like to draw the attention of the Hon'ble Prime Minister to this matter and to protect the young society from this scourge of tobacco, it is imperative to amend the existing Tobacco Control Act and ban e-cigarettes or similar products. Our little precaution and proper action will save the country's invaluable resource from the harm of tobacco - our young society.

**Kazi Firoz Rashid: Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.**

2. Newspaper: Daily Janakantha  
Published Date: 10 February, 2021

Writer: Kazi Firoz Rashid, Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.



কাজী ফিরোজ রশিদ

উন্নত জাতি গঠনে জাতির স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের তরঙ্গ ভবিষ্যত দেশের কর্তব্য। আমরা সকলেই জানি যে, তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আর স্বাস্থ্যরক্ষায় তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বর্জনের বিকল্প

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সারা বিশ্ব বর্তমানে আন্তর্জাতিক অতিজরম করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তামাককে করোনাকারীরা সর্জনমণে সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাধিক গবেষণা পর্যায়োচনা করে ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, অধুনাগারীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ই-সিগারেট

ব্যবহারকারীরাও এর বাইরে নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশ ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে এবং ইতোমধ্যে ৪২ দেশ ই-সিগারেটকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে এবং আরও ৫৬ দেশ ই-সিগারেট জন্ম-বিক্রয়ের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ০.২ শতাংশ মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করে, যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমাদের নতুন প্রজন্ম রক্ষার জায়ে এ মুহূর্তে ই-সিগারেট নিষিদ্ধের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে ই-সিগারেট/হিটেড টোব্যাকো/ভ্যাপিং টোব্যাকো বা এ ধরনের পণ্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই।



## ই- সিগারেট নিষিদ্ধের এখনই সময়

নেই। কিন্তু ই-সিগারেট আকর্ষণীয়ভাবে উপভোগ্যতার কারণে তরঙ্গ প্রজন্মের এর শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি, যা জাতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেট যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এ ধরনের পণ্যকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারে হার্ট এটাক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। ই-সিগারেটে যে উপাদানগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন সেল বিকল করাসহ ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ই-সিগারেটের তরঙ্গ মিশ্রণের (ই-লিকুইড) মধ্যে প্রোপেনিল, গ্লাইসেরল, গ্লিসারিন, পলিইথিলিন গ্লাইসেরল, নানাবিধ ফ্রেজার ও নিকোটিন। এই রাসায়নিকগুলো গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়ার সমপরিমাণ ফরমালডিহাইড উৎপন্ন হয়, যা মানব শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে অসম্ভব ক্ষতি করে। ইতালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক গবেষণায় জানায়, ই-সিগারেট ক্ষতিকর। তরঙ্গরা এটি ফ্যান্সনের জন্য ব্যবহার করলেও এ থেকে অধুনাগারী ব্যক্তিদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। প্রত্যক্ষ ধূমপানের ফলে পরোক্ষভাবে ধূমপানের স্বাস্থ্য ক্ষতির শিকার হয় বহু মানুষ।

যেহেতু বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত উপাদান আমদানির ওপর নির্ভর করে এবং এখন পর্যন্ত এটি তৈরি বা উৎপন্ন শুরু হয়নি তাই এটি এদেশে নিষিদ্ধ করা সহজ হবে এবং এখনই নিষিদ্ধ করার উপযুক্ত সময়। সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম ও এখনও পর্যন্ত একমাত্র উদাহরণ- 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখেছেন এবং যোগ্যতা দিয়েছেন যে, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করবেন।' কিন্তু তার এই স্বপ্ন বা যোগ্যতা বাস্তবায়নের পথে বাধা হতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্যের ব্যবহার। তাই সংসদ সদস্য হিসেবে আমি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তামাকের এই করাল গ্রাস থেকে তরঙ্গ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের একটু সতর্কতা ও সঠিক পদক্ষেপ তামাকের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে দেশের অমূল্য সম্পদ-আমাদের তরঙ্গ সমাজকে।

**লেখক:** সংসদ সদস্য, ঢাকা-৬ আসন ও সাবেক মন্ত্রী এবং সদস্য, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

### 3. Newspaper: Daily Bangladesher Khobor

Published Date: 07 February, 2021

Writer: Kazi Firoz Rashid, Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.

দেশের খবর দেশের খবর

# বাংলাদেশের খবর

গ্লাববার • ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

২৪ মাঘ ১৪২৭। ২৪ জমাদিউল সানি ১৪৪২

## তারুণ্যের আকর্ষণ ই-সিগারেট নিষিদ্ধের এখনই সময়

কাজী ফিরোজ রশিদ



বাংলাদেশে ই-  
সিগারেট/হিটেড  
টোব্যাকো/ভ্যাপিং টোব্যাকো  
বা এ ধরনের পণ্য  
নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো  
সুনির্দিষ্ট আইন নেই।  
যেহেতু বাংলাদেশে  
ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং  
এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত  
উপাদান আমদানির ওপর  
নির্ভর করে এবং এখন  
পর্যন্ত এটি তৈরি বা উৎপন্ন  
শুরু হয়নি, তাই এটি  
এদেশে নিষিদ্ধ করা সহজ  
হবে এবং এখনই নিষিদ্ধ  
করার উপযুক্ত সময়

উন্নত জাতি গঠনে জাতির স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের তরুণ দেশের ভবিষ্যৎ কণ্ঠস্বর। আমরা সবাই জানি, তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীর জন্য স্বাস্থ্যকাজ অতিক্রম। আর স্বাস্থ্যরক্ষার তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বর্জনের বিকল্প নেই। কিন্তু ই-সিগারেট আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের কারণে তরুণ প্রজন্মের এর শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি, যা জাতির জন্য সমুদ্র ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ফিট-নট-হার্ন বা ই-সিগারেট যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, এ ধরনের পণ্যকে শরীরের জন্য অতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারের হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও যুগ্মস্বাসের ক্ষতি হতে পারে। ই-সিগারেটে যে উপাদানগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন কোষ বিকল করায় ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ই-সিগারেটের তরল মিশ্রণের (ই-লিকুইড) মধ্যে থাকে প্রোপেনগলিন, গ্লিসেরিন, ডিসাসিলিন, পলিইথিলিন গ্লাইসল, নানাবিধ প্রেভার ও নিকোটিন। এই রাসায়নিকগুলো গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের খোঁয়ার সমপরিমাণ তরলমিশ্রিতাই উৎপন্ন হয়, যা মানব শরীরের রক্ত সঞ্চালকে অক্ষত ক্ষতি করে। ই-সিগারেট স্বাস্থ্য ক্ষয়কারী একটি গবেষণায়

জানা যায়, ই-সিগারেট অতিক্রম। তরুণেরা এটি যাদুশব্দের জন্য ব্যবহার করলেও এ থেকে অসুখপীড়িত ব্যক্তিদের ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করে। প্রত্যেক ধূমপানের ধূমপান থেকে প্রায় ১৯৯৯ ধূমপানের স্বাস্থ্য ক্ষতির শিকার হয় বহু মানুষ। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সারা বিশ্ব বর্তমানে জারিকাল অতিক্রম করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তামাককে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাধিক গবেষণা পর্যালোচনা করে ডব্লিউএইচও জারিয়াজে, অসুখপীড়িতের তুলনায় ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ই-সিগারেট ব্যবহারকারীরাও এর বাইরে নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশে ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ঝড়বহুতা বৃদ্ধিতে পেরেছে এবং ইতোমধ্যে ৪২ দেশ ই-সিগারেটকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে এবং আরো ৫৬ দেশ ই-সিগারেট ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। ওয়াশিংটন ডিসি টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ০.২ শতাংশ মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করে, যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমাদের নতুন প্রজন্ম রক্ষার স্বার্থে এ মুহূর্তে ই-সিগারেট নিষিদ্ধের বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে ই-সিগারেট/হিটেড টোব্যাকো/ভ্যাপিং টোব্যাকো বা এ ধরনের পণ্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। যেহেতু বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত উপাদান আমদানির ওপর নির্ভর করে এবং এখন পর্যন্ত এটি তৈরি বা উৎপন্ন শুরু হয়নি, তাই এটি এদেশে নিষিদ্ধ করা সহজ হবে এবং এখনই নিষিদ্ধ করার উপযুক্ত সময়। সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র উদাহরণ— মালদীশ প্রগমনকী পথে হালিনা স্বা স্বদেশে এবং যোগা দিয়েছেন, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করবেন। কিন্তু তার এই স্বপ্ন বা যোগা স্বাস্থ্যের পথে বাধা হতে পারে। ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্যের ব্যবহার। তাই সংশ্লিষ্ট সনদ হিসেবে আমি এই বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তামাকের এই করাল গ্রাস থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের একটি সত্যকথা এবং সঠিক পদক্ষেপ তামাকের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে দেশের অমূল্য সম্পদ— আমাদের তরুণ সমাজকে।

লেখক : রাজনীতিক এবং সংসদ সদস্য, ঢাকা-৬



Published Date: 15 February, 2021

Writer: Kazi Firoz Rashid, Member of Parliament, Dhaka-6 constituency and former Minister and Member, Standing Committee on Ministry of Liberation War Affairs and Ministry of Civil Aviation and Tourism.

# আলোকিত বাংলাদেশ

সোমবার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

রেডিং দা-ডিএ ৬১৯৮ | বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৬৭ | ২ ফাল্গুন ১৪২৭ | ২ রজব ১৪৪২

## আইন সংশোধন করে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করতে হবে



### কাজী ফিরোজ রশিদ

সংসদ সদস্য

ঢাকা-৬ আসন ও সাবেক মন্ত্রী  
এবং সদস্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক  
মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান  
পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়  
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

উন্নত জাতি গঠনে জাতির স্বাস্থ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের তরুণ ভবিষ্যৎ দেশের কর্তব্য। আমরা সবাই জানি, তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আর স্বাস্থ্যরক্ষায় তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বর্জনের বিকল্প নেই। কিন্তু ই-সিগারেট আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের কারণে তরুণ প্রজন্ম এর শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি, যা জাতির জন্য সমুদয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হিট-নট-বার্ন বা ই-সিগারেট যে নামেই অবহিত করা হোক না কেন, এ ধরনের পণ্যকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী, ই-সিগারেট ব্যবহারে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। ই-সিগারেটে যে উপাদানগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন সেল বিকল করাসহ ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ই-সিগারেটের তরল মিশ্রণের (ই-লিকুইড) মধ্যে থাকে প্রোপেলিন গ্রাইসল, গ্লিসারিন, পলিইথিলিন গ্রাইসল, নানাবিধ ফ্লেভার ও নিকোটিন। এই রাসায়নিকগুলো গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়ার সমপরিমাণ ফরমালডিহাইড উৎপন্ন হয়, যা মানব শরীরের রক্ত সঞ্চালনকে অসম্ভব ক্ষতি করে। ই-সিগারেটের তরল মিশ্রণের জন্য জানা যায়, ই-সিগারেট ক্ষতিকর। তরুণরা এটি ফ্যাশনের জন্য ব্যবহার করলেও এ থেকে অধুমপায়ী ব্যক্তিদের ধূমপানের অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। প্রত্যক্ষ ধূমপানের ফলে পরোক্ষভাবে ধূমপানের স্বাস্থ্য ক্ষতির শিকার হয় বহু মানুষ। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সারা বিশ্ব বর্তমানে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা,

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশ ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে এবং এরই মধ্যে ৪২ দেশ ই-সিগারেটকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে

তামাককে করোনাভাইরাস সংক্রমণে সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাধিক গবেষণা পর্যালোচনা করে ডব্লিওএইচও জানিয়েছে, অধুমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ই-সিগারেট ব্যবহারকারীরাও এর বাইরে নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ই-সিগারেট। বিশ্বের অনেক দেশ ই-সিগারেটের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছে এবং এরই মধ্যে ৪২ দেশ ই-সিগারেটকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে এবং আরও ৫৬ দেশ ই-সিগারেট ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ০.২ শতাংশ মানুষ ই-সিগারেট ব্যবহার করে, যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আমাদের নতুন প্রজন্ম রক্ষার স্বার্থে এ মুহূর্তে ই-সিগারেট নিষিদ্ধের বিকল্প নেই। বাংলাদেশে ই-সিগারেট/হিটেড টোব্যাকো/ভ্যাপিং টোব্যাকো বা এ ধরনের পণ্য নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। যেহেতু বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক সিগারেট এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সব উপাদান আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ করে এবং এখন পর্যন্তও এটি তৈরি বা উৎপন্ন শুরু হয়নি, তাই এটি এদেশে নিষিদ্ধ করা সহজ হবে এবং এখনই নিষিদ্ধ করার উপযুক্ত সময়। সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম ও এখনও পর্যন্ত একমাত্র উদাহরণ— 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখেছেন এবং ঘোষণা দিয়েছেন যে, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করবেন।' কিন্তু তার এই স্বপ্ন বা ঘোষণা বাস্তবায়নের পথে বাধা হতে পারে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্যের ব্যবহার। তাই সংসদ সদস্য হিসাবে আমি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তামাকের এই করাল গ্রাস থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে ই-সিগারেট বা এ ধরনের পণ্য নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি। আমাদের একটি সত্যকর্তা ও সঠিক পদক্ষেপ তামাকের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবে দেশের অমূল্য সম্পদ— আমাদের তরুণ সমাজকে। ■